২৩, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সরকার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ক্রসফায়ারে মানুষ মারছে ▪ শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখতে পুলিশ ও র‍্যাবের ভাল অফিসার দিয়ে ক্রসফায়ারে মানুষ মারছে। র‍্যাবকে দিয়ে অপরাধ করাচ্ছে। তিনি বলেন, এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য হুকুমের আসামি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

গতকাল রোববার নগরীর ধানমণ্ডির কার্যালয়ে গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট জেলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন থানা, উপজেলা, প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা কমিটির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য জোহরা তাজউদ্দীন, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরী, কাজী জাফরুল্লাহ এমপি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল মান্নান প্রমুখ।

শেখ হাসিনা জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জোট সরকার ভোট চুরি করে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে চায়। তিনি বলেন, জোট সরকার মিথ্যা মামলা দিয়ে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের সন্ত্রাসী বানাচ্ছে। শুনেছি র‍্যাব ১ হাজার সন্ত্রাসীর তালিকা করেছে। ওই তালিকা দেখতে চাই। কারণ ২০০১ সালে সন্ত্রাসীর তালিকায় জিল্লুর রহমান এমপির মতো মানুষের নাম যৌথ বাহিনীর কাছে দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, জোট সরকার ২০০১ সালের মতো কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। তিনি জোট সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদে মদদ ও লালন পালনের অভিযোগ এনে বলেন, রিমান্ডের নামে জেএমবি জঙ্গিদের জামাই আদর করা হচ্ছে। আর ছাত্রলীগের ছেলেদের হত্যা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, গণতন্ত্রের বড়াই করলেও আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব থাকুক জোট সরকার চায় না। মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন হয় না, উন্নয়ন হয় সরকারের। লুটপাট করে খেতে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে রিজার্ভের বড়াই করেন, রিজার্ভ যদি এত বেশিই হয় তাহলে ইসলামী ব্যাংক থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে তেল কিনতে হয় কেন? এ ঋণের টাকা জনগণ ও আগামী সরকারকে শোধ করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, জোট সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও চেলা-চামুণ্ডারা দুহাতে অর্থ-সম্পদ লুটপাট করে খাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যের ব্যবসায়িক পার্টনার মামুনের ফ্যাক্টরির সামনে ১৮ টুকরা লাশ পাওয়া গেছে। কারা এ হত্যা করেছে এর জবাব প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে।

তিনি জোট সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও লুটপাটের অভিযোগ এনে বলেন, তারা আগামী নির্বাচনের আগে টাকা দিয়ে ভোট, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কিনবে। তাদের টাকায় জনগণের হক আছে। ওই লুটপাটের টাকা জনগণকে উদ্ধার করতে হবে। তবে তাদের ভোট দেয়া যাবে না। কেননা ১০ টাকার চাল এখন ২০ টাকা, আগামীতে ক্ষমতায় এলে ২০ টাকার চাল ৪০ টাকা হবে। বিএনপি-জামায়াত জোট পরিবারের ক্ষমতায় ফিরে আসার নতুন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে। জনগণের অধিকার কেড়ে নেয়ার সব কলাকৌশল ঠেকাতে হবে।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতার শেষ সময়ে এসে বাজেটের থোক বরাদ্দের টাকা লুটপাট করছে। দেশের মানুষ না খেয়ে মরছে আর জোট সরকার বিলাসিতা করছে। প্রতিটি এলাকায় যারা সন্ত্রাসী ও আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তাদের তালিকা করুন। কালো টাকা সাদা করায় বিএনপির লোকজন শীর্ষে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, এত টাকা ওরা কোত্থেকে পেল? ফালু এত টাকার মালিক হলো কীভাবে?

বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা আরও বলেন, আওয়ামী লীগ দেশের সম্পদের সুষম বণ্টনে বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিল, খাদ্য নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছিল। কিন্তু জোট সরকার দেশকে আবারও খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করেছে।

আজ নওগাঁ ও নাটোর জেলার নেতাদের সঙ্গে শেখ হাসিনার মতবিনিময়

শেখ হাসিনা আজ সোমবার নওগাঁ ও নাটোর জেলাসহ সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন থানা, উপজেলা ও প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার দলের মাঠ নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

এছাড়া তিনি আগামীকাল মঙ্গলবার নীলফামারী, কুড়িগ্রাম জেলাসহ সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন থানা, উপজেলা ও প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার দলের মাঠ নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

লন্ডনে নির্বাচন নিয়ে সেমিনার

গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে পুরো প্রশাসনকেই ঢেলে সাজাতে হবে ▪ সাবের হোসেন চৌধুরী

বাংলাদেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার দলের প্রতিনিধিরা অভিযোগ তুলেছেন যে, এই নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে বর্তমান জোট সরকার প্রশাসন, বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনকে দলীয়করণ করছে। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সরকারের প্রতিনিধি এসব ভিযোগ অস্বীকার করেন।

লন্ডনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত এ সেমিনারে ব্রিটিশ মানবাধিকার, সামাজিক ও উন্নয়নকর্মী ছাড়াও বাংলাদেশের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। তারা তাদের বক্তব্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, জঙ্গিবাদের উত্থান, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

অনুষ্ঠানে সরকারের প্রতিনিধিরা বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এর আগে তিনটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষরা যার প্রশংসা করেছেন্

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে পুরো প্রশাসনকেই ঢেলে সাজাতে হবে। তিনি বলেন, সরকার যেভাবে নির্বাচনকে দেখছে এবং বিরোধী দল যেভাবে নির্বাচনকে দেখছে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আরো বলেন, সরকারের কাছে তাদের ব্যর্থতার কারণে পরবর্তী সময়ে জবাবদিহিতার যে বিষয়টা আছে এটা সরকারের জন্য মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাচ্ছি যে, একটা গণতান্ত্রিক চর্চার বহিঃপ্রকাশ হোক। যেহেতু ভিন্নভাবে দেখছি তাই আজকে একটা ডেডলক বা অচলাবস্থার পর্যায়ে চলে এসেছি।

ইউরোপীয়-বাংলাদেশ ফোরামের সমন্বয়কারী ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ড. আহাম্মেদ জিয়াউদ্দিন মনে করেন বাংলাদেশ এখন এক ক্রসরোডে দাঁড়িয়ে আছে।

সেমিনারের সভাপতি লর্ড এফ বারি বলেন, সর্বস্তরে দলীয়করণের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ইউরোপীয় কমিশনের একটি যাচাই দল বাংলাদেশে পাঠানোর বিষয়ে তারা প্রস্তাব বিবেচনা করছেন।

পিন্টু বাহিনী ভাংচুর করেছে হাজী সেলিমের গাড়ি ॥ লালবাগ থানা ঘেরাও

রাজধানীর লালবাগে জোট এমপি পিন্টুর লাঠিয়ালবাহিনী এবার আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক এমপি হাজী মোঃ সেলিমের গাড়ি ভাংচুর করেছে। এ ঘটনায় বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও থানা ঘেরাও করেছে।

রবিবার বিকেলে শহীদনগর এলাকায় যুবলীগ নেতা আবুলের বাড়িতে লুটপাট ও হামলার ঘটনা তিনি দেখতে যান। অদূরে রাস্তায় পার্ক করা তাঁর গাড়িটি ভাংচুর করে জোট ক্যাডাররা। মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ সেলিম জানান, হামলা-মামলা, দখলের রেকর্ড করেছে মামলাবাজ এমপি পিন্টু। তার নির্দেশেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে তিনি এ ঘটনায় লালবাগ থানায় মামলা করবেন।

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে এমপি লাঠিয়ালবাহিনীর সদস্য সেন্টুর নেতৃত্বে শহীদনগর যুবলীগ নেতা আবুলের বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট করে। তাদের হামলায় যুবলীগ নেতার স্ত্রী নূরন্নাহার ও স্কুল পড়ুয়া সন্তান শুক্কুর আহত হয়। এ ঘটনা দেখতে রবিবার বিকেলে হাজী মোঃ সেলিম শহীদনগর এলাকায় যান। তিনি তাঁর সিলভার কালারের টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার গাড়ি (ঢাকা মেট্রো ঘ-৫৩৫২) ও দলীয় এক নেতার সাদা প্রাইভেটকারটি আমলিগোলা ঈদগাহ মাঠ এলাকায় পার্ক করেন। পরে যুবলীগ নেতা আবুলের বাড়ি হয়ে সেখানে থানা আওয়ামী লীগ নেতা মোশাররফ হোসেনের বাড়িতে যান। লংমার্চ সফল করার জন্য সেখানে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে জরুরী বৈঠক করেন। সে সময়

তাঁর পার্ক করা দু'টি গাড়ি ভাংচুর করে জোট এমপির লাঠিয়ালবাহিনী সদস্য হাফেজ কাদের, সেন্টু, স্বপনসহ ২০/৩০ জন। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হাজী সেলিমের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল করে লালবাগ থানা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখেন।

Z_¨mÎt ^``wbK RbKÉ, RjvB 17, 2006

দুর্গাপুরে সাবেক এমপির বাসায় ছাত্রদলের হামলা–ভাংচুর

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক এমপি জালাল উদ্দিন তালুকদারের বাসায় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা গত শনিবার রাতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে।

জানা যায়, জালাল তালুকদার ঐ দিন কলমাকান্দা থেকে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে মিছিল করায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তার বাসভবনে হামলা চালায়। এছাড়াও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদ খানের বাসভবন এবং জহুরা জালাল বালিকা বিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে।

জালাল তালুকদার জানান, হামলা ও ভাঙচুরের সময় বোমা এবং গুলি ছুড়ে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা এ সময় আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

Z_¨mÎt ^``wbK †fv‡ii KvMR, RjvB 17, 2006

ছাত্রলীগ নেতা ক্রসফায়ারে নিহত ▪ কাল ফেনীতে হরতাল

ফেনী, যশোর ও চুয়াডাঙ্গায় ক্রসফায়ারে ছাত্রলীগ নেতাসহ ৪ জন নিহত হয়েছে। ফেনীতে ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে ছাত্রলীগ নেতা। জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

এ ঘটনায় ফেনীতে আজ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা এবং আগামীকাল অর্ধদিবস হরতাল পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

আওয়ামী যুবলীগের সমাবেশ

খালেদা-তারেক হত্যার রাজনীতি কায়েম করে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে চায়

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, খালেদা-তারেক হাওয়া ভবনে বসে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তারা দেশে হত্যার রাজনীতি কায়েম করে ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করতে চায়। নেতৃবৃন্দ জোট সরকারের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের নানা টালবাহানার প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর যুবলীগ এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। যুবলীগ মহানগর উত্তর সভাপতি আবুল বাশারের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে যুবলীগ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাধারণ সম্পাদক মীর্জা আজম এমপি, মাঈনুল হোসেন খান নিখিল বক্তৃতা করেন।

বক্তারা শেখ হাসিনার ওপর হামলার ঘটনাকে খালেদা-নিজামী জোট সরকারের চক্রান্ত অভিহিত করে বলেন, বাংলার মানুষের আশা ভরসার আশ্রয়স্থল শেখ হাসিনাকে বার বার হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন জোট সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এসব হামলা চালানো হচ্ছে। শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য হাওয়া ভবন সরাসরি কাজ করছে। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে খালেদা ও তারেক হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

বক্তারা অবিলম্বে শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বলেন, আজ সারা দুনিয়া শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু জোট সরকার এসব জেনেও না জানার ভান করে চোখ বুজে আছে। তার নিরাপত্তা নিয়ে নানা টালবাহানা করছে। রাজপথের আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে খালেদানিজামী সরকারের পতন ঘটিয়ে শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

এর আগে শেখ হাসিনার পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল মুক্তাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

চাঁদাবাজির অভিযোগে এনএসআইর সহকারী পরিচালক গ্রেফতার

চাঁদাবাজি করতে গিয়ে সহযোগীসহ ধরা পড়েছেন গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইর সহকারী পরিচালক শাহ আলম। তার সহযোগী বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের ডাক্তার পরিচয়দানকারী সায়েম মনোয়ার। সন্ধ্যায় ধানমন্ডি এলাকার একটি অফিস থেকে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, রোববার সন্ধ্যায় ধানমন্ডির ৭/এ রোডের ৫৯/৩ নম্বর বাড়ির পঞ্চমতলায় টেকনো এক্সপ্রেস নামে একটি এনজিওর অফিসে গিয়ে এনএসআইর সহকারী পরিচালক শাহ আলম সহযোগীসহ চাঁদা দাবি করেন। অফিসের লোকজন গোপনে ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানায়। থানা পুলিশের একটি টিম দ্রুত ওই অফিসে গিয়ে শাহ আলমকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

ধানমন্ডি থানার ডিউটি অফিসার জানান, চাঁদাবাজির অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

Z_¨mÎt ^`wbK mgKvj, RjvB 17, 2006

লাগামহীন দ্রব্যমূল্যে অতিষ্ঠ জনজীবন

বাজারে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে সীমিত আয়ের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দিনমজুরদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রতি সপ্তাহে অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে বিভিন্ন পণ্যের দাম। অধিকন্তু বিভিন্ন জেলায় ও গ্রামাঞ্চলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা ও বড় শহরে যেসব পণ্যের দাম বাড়ছে, সেগুলোর উৎপাদন খরচ ও স্থানীয় মূল্য তেমন একটা বাড়েনি। কৃষকের হাতে বিক্রির মূল্য ও ঢাকার বাজারে খুচরা বিক্রয় মূল্যের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি এবং বিশাল অঙ্কের টাকা চলে যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে। এক ধরনের অসাধু ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ও মাস্তানদের চাঁদাবাজিকেও রাজধানীতে পণ্যমূল্য অস্বাভাবিক বাড়ার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক বৈঠকে দ্রব্যমূল্যের পর্যালোচনা করার কথা দাবি করা হলেও তা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাত বাজারের এ পরিস্থিতির জন্য সংঘবদ্ধ মূল্যসন্ত্রাসী সিন্ডিকেটকে দায়ী করেছেন। তার একটি হিসাব হচ্ছে, জোট সরকারের আমলে এ সিন্ডিকেট ২ লাখ ৮৬ হাজার ১১০ কোটি টাকা জনগণের পকেট থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। এ সিন্ডিকেটের সদস্যরা সরকারের ভেতরেই রয়েছে বলে তিনি আরো অভিযোগ করেন।

বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন দায়িত্ব নেওয়ার সময় রসুনের দাম বৃদ্ধি দিয়ে সর্বশেষ পর্যায়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঊর্ধ্বগতির শুরু। এরপর বাড়ে মসুর ডাল ও চিনির দাম। তারপরের সপ্তাহে হলুদ, ছোলা, টমেটো, আলু ও সর্বশেষ কাঁচামরিচের দাম বৃদ্ধি দিয়ে ষোলকলা পূর্ণ হলো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো হয়েছে বলে সন্দেহ আছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় শাকসবজির দাম সম্পর্কে গতকাল হাট-বাজার ঘুরে যে দামের কথা জানান, তার সঙ্গে ঢাকার বিভিন্ন বাজারের মূল্যের দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি পার্থক্য দেখা গেছে। সাধারণ ব্যবসায়ীরা বলেন– কেরানীগঞ্জ, নরসিংদী ও সাভার থেকে যে কোনো পণ্য আনতে যে পরিমাণ পরিবহন খরচ লাগে তাতে বেশির ভাগ দ্রব্যে কেজিপ্রতি ১ থেকে ২ টাকা মূল্য যুক্ত হয়। ঢাকায় এ দ্রব্যগুলো বিক্রি হয় মূলত কারওয়ান বাজার, মিরপুরের শাহআলী বাজার ও পুরনো

ঢাকার কাপ্তান বাজারে। এখান থেকে ঢাকার বিভিন্ন বাজারের খুচরা বিক্রেতারা কিনে নিয়ে যান। ঢাকার মিরপুর কাজীপাড়া, ১০ নম্বর বাজার, মোহাম্মদপুর বাজার ও পুরনো ঢাকার ঠাঁটারী বাজারের খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ করে বাইরের সঙ্গে অস্বাভাবিক মূল্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেরানীগঞ্জ ও নরসিংদীর বিভিন্ন হাটে প্রতিকেজি বেগুন কৃষকরা বিক্রি করছেন ১৬ টাকা করে। কিন্তু ঢাকার বিভিন্ন বাজারে গতকাল ২৮ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। করল্লা কৃষকরা বিক্রি করছেন ১২ টাকা কেজিদরে আর ঢাকার বাজারে এ সবজির দাম ২০ টাকা কেজি। পুঁইশাক ও লালশাক ঢাকার বাইরের বাজারে ৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে আর ঢাকার বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ১২ টাকা কেজি। পটলের ঢাকার বাইরের দর ৮টাকা কেজি আর ঢাকার বাজারে ১৬ টাকা কেজি।

শুকনা পণ্যগুলোর বেশির ভাগই আসে ফরিদপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুরসহ আরো বেশ কয়েকটি জেলা থেকে। ফরিদপুরের বিভিন্ন হাটে গতকাল কৃষকরা বিক্রি করেছেন ৫০ টাকা কেজি দরে। আর ঢাকার বিভিন্ন বাজারে গতকাল রসুন বিক্রি করতে দেখা গেছে ৮০ থেকে ১০০ টাকা কেজি দরে। আদা কৃষকরা বিক্রি করছেন ২৫ টাকা কেজি দরে আর ঢাকার বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই আদার কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা। পেঁয়াজ কৃষকরা বিক্রি করছেন ১৫ টাকা কেজি দরে আর ঢাকার বাজারে তার কেজি ২৪ টাকা। আলুর দামের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জের কৃষকরা আলু বিক্রি করছেন ১০ থেকে ১৩ টাকা কেজি দরে। আর ঢাকার বাজারে ১৫ দিন ধরে দাম উঠেছে ১৮ থেকে ২০ টাকা কেজি। গতকালকেও ঢাকার বিভিন্ন বাজারে কাঁচামরিচের কেজি ১০০ থেকে ১২০ টাকা দেখা গেছে।

এ সপ্তাহে কাঁচামরিচের দাম বৃদ্ধি নিয়ে তুলকালাম হলেও কাঁচামরিচ সরবরাহকারী বিভিন্ন জেলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার কাঁচামরিচের উৎপাদন স্বাভাবিক আছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, কয়েকদিনের বৃষ্টির কারণে কৃষকরা মরিচ জমি থেকে তুলতে পারেননি। অতিবৃষ্টির কারণে অনেক জমি তলিয়ে গেছে, ফলে সংকটের সাবনা আঁচ করেই পাইকাররা দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যেসব জেলা থেকে কাঁচামরিচ আসে সেসব জেলাতে এবার তেমন কোনো বৃষ্টি বা বন্যা হয়নি। ফলে বৃষ্টির কারণে মরিচের দাম বেড়েছে এ কথাকে উড়িয়ে দিয়ে কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) গবেষণা ও তথ্য বিভাগের প্রকল্প কর্মকর্তা এমদাদ হোসেন মালেক বলেন, কাঁচামরিচের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হয়েছে। উৎপাদনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

অন্যদিকে গতকাল বাজারে টমেটোর কেজি হঠাৎ করে এক লাফে কেজিপ্রতি ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ থেকে ৭০ টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেশী টমেটোর জোগান শেষ, তাই ভারতীয় টমেটোর ওপরেই ব্যবসায়ীরা নির্ভর করছেন। আমদানিকারকরা পাইকারি মূল্য ঠিক করেছেন ৫০ টাকা, তাই বেশির ভাগ ব্যবসায়ী বাধ্য হয়ে এ দামে কিনে ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজিদরে বিক্রি করছেন বলে জানালেন কাজীপাড়ার সবজি ব্যবসায়ী সফিকুল ইসলাম। গতকাল কাঁচামরিচের পাশাপাশি ধনে পাতার দাম বেড়েছে। ৫০ থেকে ৬০ টাকা কেজিদরে বিক্রি হওয়া ধনে পাতা গতকাল বাজারে বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকা কেজি। শ্যামবাজার ও ফরাসগঞ্জকেন্দ্রিক কয়েকজন আমদানিকারক এজেন্সি শুকনা পণ্যগুলোর দাম নিয়ন্ত্রণ করছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

মেসার্স সততা ট্রেডার্স, লাকি বাণিজ্যালয়, জনতা এজেন্সি, তাজ ট্রেডিংসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মূলত ঢাকার বাইরে থেকে শুকনা দ্রব্যগুলো নিয়ে এসে ঢাকার বেশিরভাগ বাজারে সরবরাহ করে। প্রতি সপ্তাহে যে দ্রব্যগুলোর দাম বাড়ে তার বেশির ভাগের বাজার নিয়ন্ত্রক এ প্রতিষ্ঠানগুলো বলে সূত্র আরো জানিয়েছে। পণ্যের মধ্যে নতুন করে বেড়েছে ছোলার দাম। ৫০ টাকা কেজি ছোলা দুই দিনের ব্যবধানে ৭৫ টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। মাষকলাইয়ের কেজিও ২০ টাকা বেড়ে ৫০ টাকা থেকে ৭০ টাকা হয়েছে। চা পাতার দাম না বাড়লেও ব্যবসায়ীরা জানালেন, সামনের সপ্তাহ থেকে চায়ের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা বেড়ে যেতে পারে। এ বছর চায়ের উৎপাদন কম হওয়ার কারণে পাইকারি ব্যবসায়ীরা খুচরা ব্যবসায়ীদের আগাম সতর্ক বার্তা দিয়েছেন বলে জানালেন হাওলাদার ট্রেডার্সের আলম।

Z_¨mÎt ``wbK mgKvj, RjvB 17, 2006

সীমিত আয়ের মানুষের প্রতিক্রিয়া

ইলিশের ঘ্রাণ ভুলে গেছি, মাংস তো কিনতেই পারি না

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর সংসারের ঘানি টানতে পারছেন না বৃদ্ধ রুহুল আমীন সিকদার। সড়ক অধিদফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকে পেনশনের শেষ সম্বল দিয়ে তিন সদস্যের পরিবারের সব ভরণপোষণ করছেন।

তিনি অকপটে বললেন, মানুষের আয়ের তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বেড়েই চলছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসার চালাতে কি যে কষ্ট তা কেউ বুঝবে না। আগে তার মাসিক বাজারের জন্য যে বাজেট ছিল ৭ হাজার টাকা এখন তা ১০ হাজার টাকা করেও আগের তুলনায় মাছ-মাংস খেতে পারছেন না।

গতকাল রাজধানীর হাতিরপুলের কাঁচাবাজারে এ প্রতিবেদকের কাছে তিনি এ কথা জানান। বাজারে প্রতিদিন আসেন তিনি। নিজ হাতে বাজার করছেন দীর্ঘ ৩৫ বছর। অভিজ্ঞতার আলোকে বললেন, তিনি কখনো এভাবে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি দেখেননি। শাক-সবজি থেকে শুরু করে মাছ-মাংসের বাজারে অনেকেই ঢুকতে বা দাম জিজ্ঞেস করতে সাহস পান না। আগে সপ্তাহে চার দিন মাংস ও বাকি দিনগুলো বিভিন্ন ধরনের মাছ কিনতেন। এখন তিন সপ্তাহে একদিনও মাংস কিনতে পারছেন না আর বড় বা ছোট মাছ হয়তো কষ্ট করে একদিন খাওয়া হয়। বাকি দিনগুলো কোনোমতে ডাল-সবজি দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছেন তিনি এবং তার মতো অনেকেই।

ইব্রাহীমপুরের বাসিন্দা জুলফিকার আলীর এক পুত্রসন্তান নিয়ে সংসার। তবুও হিমশিম খাচ্ছেন পরিবারের বোঝা টানতে। বাজারে গিয়ে জিনিসপত্রের দাম শুনলেই খেই হারিয়ে ফেলার অবস্থা হয়। কী কিনবেন ভেবে পান না। মাছের দাম শুনে তিনি রীতিমতো আঁতকে ওঠেন। বললেন, গত তিন মাসে একটি ইলিশ মাছ কিনতে সাহস পাইনি। একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে ৭ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করছেন। বেতন বাড়ছে না অথচ প্রতিনিয়ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বেড়েই চলছে। আগে যে বাজেটে পুরো সপ্তাহের কাঁচাবাজার হয়ে যেত এখন একই বাজেট দিয়ে তিন দিনও পার করতে পারছেন না। স্বল্প আয়ের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ছেলেটি অনেকদিন থেকেই বায়না ধরেছিল ইলিশ মাছ খেতে, কিছুতেই পারছি না তার ইচ্ছা পূরণ করতে।

দাম বাড়ার কারণে প্রতিনিয়ত বাকবিতণ্ডা চলছে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে– রামপুরার কাঁচাবাজারের ক্রেতা নাহিদা সুলতানা নামে এক গৃহিণী জানালেন এ কথা। তিনি বলেন, প্রতিদিন নিজেই আসেন রামপুরা বাজারে। স্বামী তার একটি সরকারি ব্যাংকের নিম্নপদস্থ কর্মচারী। তিনি অনেকটাই ক্ষিপ্তভাবে বলেন, আপনারা কী করবেন? সরকারই যেখানে নির্বাক সেখানে পত্রিকায় লিখে কী করবেন? মন্ত্রী পরিবর্তন হচ্ছে অথচ বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এক কেজি মাংস কিনতে পারছি না প্রায় এক মাস হলো। ইলিশ মাছের ঘ্রাণ তো ভুলেই গেছি। প্রায় পাঁচ মাস হলো ছেলেমেয়েদের বড় কোনো মাছ খাওয়াতে পারিনি।

রংপুরের পীরগাছার শাহজাহান আলী। তিনি প্রায় এক যুগ ধরে নগরীতে রিকশা চালাচ্ছেন। আগারগাঁও বস্তিতে পাঁচ সদস্যের পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম তিনি। প্রতিদিন চাল ও কাঁচাবাজারে লেগে যায় ২০০ টাকা। আয়ের সব ব্যয় করেও সংসার চালাতে পারে না তিনি। স্থানীয় বস্তির বাজারে নিম্নমানের শাক-সবজি দিয়েই পেট পুরছে তার পরিবার। মাছের কথা জিজ্ঞেস করলেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস! 'মাছের স্বাদ তো ভুইলাই গেছি। গ্রাম থ্যাইকা আসার পর মাছের যে দাম এর জন্য খাওন ছাইড়া দিছি। ছোট মাছের দাম কেজিতে ১০০ টাকারও বেশি। মাংসের বাজারে যাইতে পারি না। এক কেজি মাংস কিনতে ১৫০ টাকা লাগে, যা কি-না আমার সারা দিনের আয়। তবে বছরে কোরবানির সময় একবার খাওয়া হয়। বাজারে গিলেই দুঃখ হয়, গ্রাম অঞ্চলে কাঁচামরিচ ১২/১৫ টাকায় কিনছি অহন নাকি কাঁচামরিচের কেজি ১২০ টাকায় কিনতে অয়।'

দিনমজুর জালাল মোল্লা ভুলেই গেছেন তিনি কবে মাছ-মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছেন। বলেন, 'মাঝে মধ্যে বড় লোকদের মিলাদ হইলে সেখান থ্যাইকাই মাংস খাইতে পারি।' কিনে খেতে সাহস পায় না জালাল। এক কেজি মাংসের দাম তার আয় করতে লেগে যায় প্রায় দুই দিন। মাছ খাইতে পারি না, শাক-সবজি দিয়েই অভ্যাস হয়ে গেছে। কাঁচাবাজারের দ্রব্যমূল্যের খবর জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বাজারে বহুত দিন যাই না। তয় বস্তিতে অনেকে কয় বাজারে আগুন লাগছে।'

Z_¨mÎt ``wbK mgKvj, RjvB 17, 2006

কভার্ড ভ্যান লুটের একদিন পর সাভারে টাকা আত্মসাত করল আরেক র‍্যাব

নানান শাস্তির বিধিমালা, কড়া গোয়েন্দা নজরদারি , তার পরেও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে পুলিশের এলিট ফোর্স র‍্যাবের কিছু সদস্য। মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে রাজধানীতে র‍্যাবের এক সদস্য তার কয়েক সহযোগীসহ এসি ভর্তি কভার্ড ভ্যান লুট করার একদিন পর সাভারে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

দিনাজপুর থেকে বাসে করে ঢাকায় আসার পথে সাভারের আশুলিয়ায় দু'যুবককে আটক করে উদ্ধার করা হয় ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু দু'যুবকের অভিযোগ, র‌্যাব তাদের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা উদ্ধার করলেও দেখায় ১৮ লাখ টাকা। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় র‌্যাব সদস্যরা তাদের ক্রসফায়ারের হুমকি দেয়।

Z_¨mÎt ``wbK RbKÉ, RjvB 17, 2006

ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে...

র‌্যাবের এক সদস্যের বিরুদ্ধে ধামরাইয়ের এক ব্যবসায়ীর কাছে ক্রসফায়ারে হত্যার ভয় দেখিয়ে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর ফলে, ওই ব্যবসায়ী জীবন রক্ষার্থে বর্তমানে বাড়ি-ঘর ছেড়ে আত্মগোপন করে আছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ২৮ জুন মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া বাসস্ট্যান্ড বণিক সমিতির সভাপতি ব্যবসায়ী সোহরাব হোসেনের বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় সোহরাব বাদী হয়ে ওইদিনই ধামরাই থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় সাভার সেনানিবাসের সার্জেন্ট মিজানুর রহমানের চাচা পিয়ার আলীসহ সংশ্লিষ্টদের আসামী করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সোহরাবকে শায়েস্তা করার জন্য সার্জেন্ট মিজান র‌্যাব-১১-এর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ১১ জুলাই দুপুরে সোহরাবের বাড়িতে হানা দেয়। এতে আতঙ্কিত হয়ে সোহরাব দ্রুত বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন।

এ ব্যাপারে সোহরাব জানান, বাড়িতে হানা দেয়ার পর থেকে র‌্যাব-১১-এর সদস্য মিজানুর রহমান তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন (০১৭১৬৫৩৭২৯৩) থেকে তাঁর মোবাইল ফোনে (০১৭১২২৯৬২০৭) ফোন করে ক্রসফায়ারে হত্যার হুমকি দিতে থাকে। অব্যাহত হুমকির মুখে তিনি তখন ক্রসফায়ার থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার উপায় জানতে চাইলে র‌্যাব সদস্য মিজান তার কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। শনিবার সকাল ১০টার দিকে সাভারের নবীনগর বাসস্ট্যান্ড এলাকাস্থ র‌্যাব-১১-এর ক্যাম্পে গিয়ে মিজানের সঙ্গে দেখা করে তিনি ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে বিষয়টি নিস্পত্তি করার অনুরোধ জানান। মিজান তখন বসের ভয় দেখিয়ে তাঁকে ২ দিনের মধ্যে ২ লাখ টাকা এনে দিতে বলে। অন্যথায়, ক্রসফায়ারে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। এরপর থেকে সোহরাব প্রাণের ভয়ে আত্মগোপন করে রয়েছেন।

এ ব্যাপারে র‌্যাব সদস্য মিজান ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবির কথা স্বীকার করে সাংবাদিকদের বলেন, 'বসের নির্দেশেই চাঁদা দাবি করেছি।' তবে, এখন থেকে সংশোধন হয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিউজ না করার অনুরোধ জানান।

Z_¨mÎt ``wbK RbKÉ, RjvB 17, 2006

আন্দোলনরত শিক্ষকদের ফের পিটিয়েছে পুলিশ, আহত ছয়

অবিরাম ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়া দেশের বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার কোন উদ্যোগ নেই। বরং সরকারের পুলিশ বাহিনী আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর একের পর এক লাঠিপেটা করতে শুরু করেছে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশ হামলার পর রবিবার জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষক সমিতির মিছিলেও পুলিশ লাঠিপেটা করেছে। এতে কমপক্ষে ছয় শিক্ষক আহত হয়েছেন। লাঞ্ছিত করা হয়েছে আরও বেশ কয়েক শিক্ষক নেতাকে।

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন দাবিতে রবিবার আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসের সামনে থেকে কারিগরি বোর্ড অভিমুখে মিছিল শুরু করলে দু'স্থানে পুলিশ বাধা দেয়। বাধা উপেক্ষা করে রোকেয়া সরণি হয়ে কারিগরি বোর্ডের সামনের সড়কে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান নেয়। পরে মিছিল নিয়ে সামনের দিকে এগুলে পুলিশ শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ শুরু করে। এতে ছ'শিক্ষক আহত হন। আহত শিক্ষকরা হলেন সুজা উদ্দিন, এম আরজু, তাহমিনা আক্তার, মামুনুর রশীদ, মাসুদ হাসান, মেহেরুন্নেসা কাজল। এ সময় পুলিশ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার, মোহাম্মদ আলী চৌধুরীসহ বেশ কয়েক শিক্ষক নেতাকে লাঞ্ছিত

করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই হামলার প্রতিবাদে ধর্মঘটের পাশাপাশি আজ সোমবার জেলা-উপজেলায় লাল পতাকা বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করবে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

এদিকে দ্বিতীয় সপ্তাহে ধর্মঘটে দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়লেও সরকার এখনও নির্বিকার। নেই কোন আলোচনার উদ্যোগ। ধর্মঘটের পাশাপাশি শিক্ষক সংগঠনগুলো নতুন নতুন কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নামছে। শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট (শরিফুল) আজ সংবাদ সম্মেলন করে নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করবে। জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট আজ সোমবার জরুরী সভায় নতুন কর্মসূচী দেবে। এদিকে সেলিম ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট রবিবার মুক্তাঙ্গনে মিছিল সমাবেশ শেষে বিএনপি মহাসচিবের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।

Z_¨mÎt ``wbK RbKÉ, RjvB 17, 2006

ছাত্রলীগ ছাত্রদলের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ॥ দফায় দফায় সংঘর্ষ, অর্ধশত আহত

জগন্নাথ শিবির মুক্ত

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ক্লাস শুরুর মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় নবঘোষিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সঙ্গে শিবিরের ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দফা দফায় এই সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত নেতাকর্মী আহত হয়েছে। শেষমেশ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল মিলে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন শিবির ক্যাডারদের পিটিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়া করেছে। অনেক শিবির ক্যাডারকে নাকে খত দিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়তে হয়েছে। শিবির ক্যাডাররা এ সময় বেশ কয়েকটি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারসেল এবং ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে। এ ঘটনায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

গত মার্চ থেকেই ইসলামী ছাত্র শিবির নবঘোষিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে। তখনও তারা ক্যাম্পাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় হানা দিলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের প্রতিরোধে ক্যাম্পাস ছাড়তে হয়। তখন থেকেই তারা নানা কৌশল খুঁজছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দখলের। এর মধ্যে শনিবার ক্যাম্পাসে কয়েক শিবির ক্যাডার গেলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ মারধর করে। রবিউল নামে শিবিরের এক ক্যাডারকে বেদম প্রহার করা হয়। এর জেরে প্রতিশোধের নেশায় শিবির ক্যাডাররা সশস্ত্র অবস্থায় ব্যাগে করে বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে রবিবার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয় সকাল থেকেই। তাদের ব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র, চাপাতি, রামদা, ছুরিসহ নানা ধরনের অস্ত্র ছিল। দুপুর বারোটার দিকে প্রায় শতাধিক ক্যাডার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের ভাস্কর্যের সামনে জড়ো হয়। শিবিরের এই অবস্থান দেখে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরাও স্মৃতিসৌধের সামনে জড়ো হতে থাকে। এ সময় শিবিরের পক্ষে অবস্থান নিয়ে পুলিশ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের দেহ তল্লাশি শুরু করলে তাদের মধ্যে গ্রেফতারী আতঙ্ক দেখা দেয়। শিবিরকে দেহ তল্লাশি করতে গেলে পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাদের সামনেই ক্যাডাররা "আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ছাত্রলীগও পাল্টা হামলা শুরু করলে শুরু হয় সংঘর্ষ। বেশ কিছুক্ষণ সংঘর্ষ চলার পর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগ দিয়ে শিবিরের ওপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাধারণ অনেক ছাত্রও যোগ দেয়। সবাই মিলে ধাওয়া করলে শিবির ক্যাডাররা বেশ কয়েকটি হাত বোমা নিক্ষেপ করে। এতে পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে। এ সময় পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার সেল এবং ফাঁকা গুলি করে। এ ঘটনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট।

পরে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও সাধারন ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভিক্টোরিয়া পার্কের পূর্ব পাশে অবস্থান নিয়ে আবারও ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে এবং কয়েকবার ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করে। ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়া ছাত্রলীগও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে আবারও সংঘর্ষ শুরু হয়। এভাবে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে দফায় দফায় সংঘর্ষের পর শিবির অবশেষে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ছদ্মবেশে কিছু শিবির ক্যাডার ক্যাম্পাসে অবস্থান নিলে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল মিলে তাদের ধরে ধরে বেদম প্রহার করে এবং নাকে খত দিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়া করে। পুরো এ ঘটনায় ছাত্রলীগ নেতা আবু সাঈদ, সোহেল, মশিউর, সৈকত, ছাত্রদলের সালাউদ্দিন, সুইটসহ প্রায় অর্ধশত নেতাকর্মী আহত হয়।

Z_¨mÎt ``wbK RbKÉ, RjvB 17, 2006